মেহেরপুরের হিমসাগর আম যাবে বিদেশেও

সু-স্বাদু আর রসে ভরপুর আমের কথা উঠলেই চলে আসে মেহেরপুরের হিমসাগর আমের কথা। জেলায় বেশ কয়েকটি জাতের আমের চাষ হয়ে থাকে, তার মধ্যে হিমসাগর, ল্যাংড়া, আমরুপালি, বিশ্বনাথ ও ফজলি এই কয়টি আম জেলার সুখ্যাতি বয়ে নিয়ে এসেছে। শুধু দেশে নয়, মেহেরপুরের আম এখন বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। বাগানমালিকরা বলছেন সম্পুর্ণ বিষমুক্ত ও কোন প্রকার কেমিক্যাল ছাড়াই হিমসাগরসহ সব আম দেশের বিভিন্ন জেলায় বিক্রি করা হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বলছেন, আমের মুকুল আসা থেকে শুরু করে আম বাজারজাত করা পর্যন্ত সকল প্রকার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে বাগান মালিকদের।

মেহেরপুর জেলায় চলতি বছরে ২ হাজার ৩৪০ হেক্টর আম বাগানে প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ হাজার মেট্রিকটন আমের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। এর মধ্যে হিমসাগর আমের বাগান রয়েছে ৭০০ হেক্টর জমিতে। চলতি সময়ে ৪০ মেট্রিক টন হিমসাগর আম রপ্তানি করার সম্ভাবনা রয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশে। দেশের চাহিদা পুরুনের পাশাপাশি সরকারি ঘোষনা অনুযায়ী আম সংগ্রহ এবং বাজারজাত করতে সংগ্রহের জন্য প্রস্তত করেছে মেহেরপুরের আমচাষিরা ।

আম বাগান মালিক আব্দুর রহিম জানান, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর অনুকুল আবহাওয়ায় হিমসাগর আমের কাংখিত ফলন হয়েছে। বিশেষ করে মেহেরপুরের হিমসাগর আমের চাহিদা অন্যান্য আমের চেয়ে অনেক বেশি। আমাদেও জেলায় তেমন ঝড় ঝাপটা না হওয়ায় প্রতিটি আমগাছ আমে নুইয়ে পড়েছে। ফলন যেমন ভাল হয়েছে তেমনিভাবে আমরা একেবারেই কেমিক্যাল ও কীটনাশকমুক্ত আম উৎপাদন করেছি। যা আমাদের দেশের বিভিন্ন জেলায় বিক্রি করা হবে। তবে বিদেশেও বিক্রির জন্য উন্মুক্ত বাজার তৈরী করতে পারলে কৃষকরা আরও বেশি লাভবান হবে বলেও আশা করেন তিনি।

বাগান মালিক সাজাহান আলী জানান, এবছর আমের বাম্পার ফলন পেয়েছি। সযত্নে আম বাজারজাত করার জন্য প্রস্তত রয়েছি। আশা করি ন্যায্য মুল্য পাব। তবে ন্যায্য মুল্য না পেলে লোকসান হবে। বিশ্ব বাজারে মেহেরপুরের আমের বাজার তৈরী করে চাষিদের আম চাষে উৎসাহি করার জন্য কৃষি বিভাগের প্রতি অনুরোধ জানান তিনি।

আমের পাইকারি ব্যবসায়ী আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, মেহেরপুরের হিমসাগর আম যখন বাইরের জেলায় বিক্রি করতে যায় তখন অনেক কদর থাকে এই আমের। অনেকেই জানেন মেহেরপুরের আম মানেই বিষ ও ক্যামিক্যাল মুক্ত।

মেহেরপুরের আমের কথা শুনলে অন্যান্য জেলার আমের আগেই মেহেরপুরের আম আগে বিক্রি হয়ে যায়। এবার তিনি বিভিন্ন বাজারে আম নিয়ে ব্যবসা করবেন বলে জানিয়েছেন এবং বাগান মালিকদের সাথে আম কেনা বেচার কথা পাকা করছেন। সরকারি নিধারিত সময়ে তিনি আম বাজারজাত করার চেষ্টা করছেন।

আমের খুচরা ব্যবসায়ীরা জানান, আমাদের মেহেরপুর জেলায় এখনও আম সংগ্রহ শুরু হয়নি। তবে অনেক গাছের আম পাকা শুরু হয়েছে। গাছ থেকে পাকা আম পড়ে নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু বাজারে নিয়ে যেতে পারছিনা। তবে আম গাছে আম দেখে সংগ্রহের সময়সীমা নির্ধারণ করার আনুরোধ জানিয়েছেন তারা।

মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক-শংকর কুমার মজুমদার জানান, জেলায় অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর আমের অনেক ভাল ফলন হয়েছে। জেলায় ২৩৪০ হেক্টর আম বাগানে প্রায় ৪০থেকে ৪৫ হাজার মেট্রিকটন আমের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। বিশেষ করে জেলার হিম সাগর আমের অনেক খ্যাতি রয়েছে। হিমসাগর আম ইউরোপীয় ইউনিয়নের কয়েকটি দেশে এবার রপ্তানি করা হবে। সে লক্ষে ইন্টারন্যাশনাল ভার্জিনিয়াটেক, গ্লোবাল ট্রেড লিংক, গ্রীনগ্লোবাল, বিএইচ ট্রেডার ও নাফিজা এন্টারপ্রাইজসহ বেশ কয়েকটি রপ্তানি কারক প্রতিষ্ঠান আম ক্রয় করতে আগ্রহপ্রকাশ করেছে। আম ক্রয়ের লক্ষে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি আম বাগান তাদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখেছে। গত বছরেও বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান হিম সাগর আম রপ্তানি করেছিল। এবছরেও তারা আমের চাহিদা দিয়েছেন।

আমরা আশাকরি মেহেরপুরের হিমসাগর, লাংড়া ও আমরুপলি শুধু দেশেই নয়,বিদেশেও খ্যাতি বয়ে আনবে। সেই সাথে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হবে।

মুজিবনগর দাদপুর বিলে সিবিএফএম-মৎস্য সংশ্লিষ্ট আইন বাস্তবায়নে জনসচেতনতামূলক সভা

মুজিবনগরে ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি পোগ্রাম ফেজ-প্রজেক্টের (এনএটিপি-২)আওতায় দাদপুর বিল(টুপলা অংশ) সিবিএফএম-মৎস্য সংশ্লিষ্ট আইন (ফিশিং কোড)বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত জনসচেতনতা মূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল এগারোটার দিকে মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের গোপালপুর দাদপুর বিলে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জনসচেতনতা মূলক সভা অনুষ্ঠানে দাদপুর বিল(টুপলা অংশ) এর সভাপতি শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম।

মুজিবনগর সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা(অঃদাঃ) গোলাম সারোয়ার এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা মৎস্য অফিসার রোকনুজ্জামান,মহাজনপু্র ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, ইউপি সদস্য আরিফ হোসেন প্রমুখ ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা জেলা প্রশাসকের কাছে বিল খনন,বিদ্যুৎ ব্যাবস্থা সহ চলাচলের রাস্তা পাকাকরন করার বিষয়ে অবহিত করেন।

তারই ধারাবাহিকতায় জেলা প্রশাসক সকলের দাবির প্রতিশ্রুতি জানিয়ে তিনি বলেন,আমরা মাছে ভাতে বাঙ্গালী। মাছ আমাদের কাছে প্রিয় খাবার। আমরা বেশি বেশি মাছ উৎপাদন করবো এবং দেশকে মাছের দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে সহায়তা করবো। আর সে জন্য মেহেরপুর জেলার প্রত্যেকটি জলাশয়ের দিকে আমার লক্ষ্য থাকবে।প্রতিটি জলাশয়ে যাতে করে সম্পূন্ন রুপে পানি থাকে এবং পরিপূর্নভাবে মাছ চাষ করা যায় সে লক্ষে আমি সকল ধরনের চেষ্টা করে যাবো।

গাংনীতে এসএসসি উপকেন্দ্রের সহকারী সচিবের অব্যহতি চেয়ে ৯ শিক্ষকের আবেদন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহেবনগর কেএনএসএইচ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে পরীক্ষা উপকেন্দ্রের সহকারী সচিব আব্দুল হালিমের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ তুলে কক্ষ পরিদর্শকের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি চেয়ে ৯জন শিক্ষক আবেদন করেছে।

অব্যহতির আবেদন গত বৃহস্পতিবার (১১ই মে) পরীক্ষার মূলকেন্দ্রে সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কেন্দ্র সচিবের কাছে জমা দেন ওই ৯জন শিক্ষক। কেএনএসএইচ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় উপকেন্দ্রের সহকারী সচিব আব্দুল হালিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে কক্ষ পরিদর্শকের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি চাওয়া শিক্ষকেরা হলেন- কাজিপুর মাথাভাঙ্গা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের (৩জন শিক্ষক) সহকারী শিক্ষক তাহাজ উদ্দিন, সহকারী শিক্ষক ইয়াসমিন আক্তার, সহকারী শিক্ষক হাফিজুর রহমান। কাজিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শাহানাজ পারভীন, হাড়াভাঙ্গা আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের (৫জন শিক্ষক) সহকারী শিক্ষক তানভীর আক্তার, সহকারী শিক্ষক ইলিয়াস হোসেন, সহকারী শিক্ষক লাভলী খাতুন, সহকারী শিক্ষক মশিউর রহমান, সহকারী শিক্ষক বেলাল হোসেন।

বিষয়টি নিয়ে কথা হয় স্বেচ্ছায় অব্যহতি চাওয়া শিক্ষকদের সঙ্গে। তারা ওই উপকেন্দ্রের সহকারী সচিব আব্দুল হালিমের বিরুদ্ধে নানান ধরনের অভিযোগ তুলেন।

অব্যহতি চাওয়া কাজিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পারভীন বলেন, ‘পরিক্ষার ডিউটিতে থাকা সব শিক্ষকই উপকেন্দ্র সচিবের খারাপ আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে মূলকেন্দ্রর সচিবের নিকট লিখিত অভিযোগ দিয়েছি।

তবে কেএনএসএইচ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের অভিযুক্ত সহকারী কেন্দ্র সচিব আব্দুল হালিম বলেন,’আমি নকলমুক্ত পরীক্ষা কেন্দ্র ও সুষ্ঠু পরিবেশ ঠিক রাখতে কাজ করেছি; যারা অভিযোগ করছেন তারা আমার কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া তাদের আত্নীয়দের ও লোকজনদের সহোযোগিতা কিংবা নকল করতে পারছেনা তাই তারা আমার বিরুদ্ধে এসব ভিত্তিহীন মিথ্যা অভিযোগ তুলছে।’

এবিষয়ে এসএসসি পরীক্ষার মূলকেন্দ্র সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সচিব আব্দুর রশীদ বলেন, ‘একটি লিখিত অভিযোগ জমা হয়েছে উপকেন্দ্রের সহকারী সচিবের বিরুদ্ধে। বিষয়টি আমি ইউএনও’কে (উপজেলা নির্বাহী অফিসার) অবগত করেছি।’

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু বলেন,’বিষয়টি আমি অবগত হয়েছি সহকারী কেন্দ্র সচিবের সাথে সমস্যার বিষয়ে আজ শনিবার মূলকেন্দ্রের সচিব বসবেন এবং কি-হয় সেটা আমাকে জানাবে।’

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ১১

মেহেরপুর সদর, গাংনী ও মুজিবনগর থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ১১ আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের মধ্যে মেহেরপুর মুজিবনগর থানা পুলিশ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলায় ৪, নিয়মিত মামলায় ২ আসামি, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ১ আসামি ও সদর থানা পুলিশ নিয়মিত মামলায় ৪ আসামি গ্রেফতার করেছেন।

শুক্রবার সকাল থেকে আজ শনিবার (১৩ মে) ভোররাত পর্যন্ত তিনটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের একাধিক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম, মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

শনিবার (১৩ মে) সকালের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

[illegible]; [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মেহেরপুরে শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী মিয়ারুল হেরোইনসহ গ্রেফতার

১২ টি মাদক মামলার আসামি মিয়ারুল কে এবার ৪ গ্রাম হেরোইনসহ গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর পুলিশ ফাঁড়ি।

সদর পুলিশ ফাঁড়ির আইসি ইন্সপেক্টর মাসুদুর রহমানের নেতৃত্বে এএসআই নাজমুল ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত ১০ টার দিকে ম্যাটার্নিটি হাসপাতালের গলি থেকে পুলিশ তাকে আটক করেন।

মাদক ব্যবসায়ী মিয়ারুল ইসলাম মেহেরপুর শহরের পৌর ভূমি অফিস পাড়ার মৃত শমসের আলীর পুত্র।

সে মেহেরপুর পুলিশের তালিকাভুক্ত শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী। তার বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানা, ডিবি পুলিশের হাতে একাধিকবার হেরোইন, ফেনসিডিল, গাঁজাসহ অন্যান্য মাদদ্রবসহ গ্রেফতার হয়ে জেল খেটেছেন।এর আগে তার বিরুদ্ধে মাদক আইনে বারটি মামলা আদালতে চলমান রয়েছে। তার মামলার ঝুলিতে আরও একটি মাদকের মামলা যোগ হয়ে ১৩ টি মামলা হলো।

এএসআই নাজমুল বলেন, ‘আটককৃতকে আদালতে সোপর্দ করে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে শশুর বাড়ি থেকে বউ আসছে না তাই; আত্ম*হত্যার

চেষ্টা স্বামীর

শশুর বাড়িতে বউ আনতে গিয়ে অপমানিত। অপমান সইতে না পেরে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন স্বামী রাইহান আলী (১৮)। রাইহান আলী গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের বাগানপাড়া এলাকার মহিবুল ইসলামের ছেলে।

আজ শুক্রবার দুপুরের দিকে তেরাইল গ্রামের কোদালকাটি মাঠ নামক স্থান থেকে বিষপান করা মূমূর্ষ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়েছে।

তবে, তার অবস্থা আশংকাজনক বলে জানিয়েছেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) মারুফ ।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে প্রতিবেশীরা জানান, তার স্ত্রীর সাথে বেশ কিছুদিন যাবৎ কলহ চলছিল। কয়েকদিন আগে তার স্ত্রী রুমিয়া খাতুন পিতার বাড়িতে চলে যায়। গতকাল বৃহস্পতিবার বউ আনতে শশুর বাড়ি বাদিয়াপাড়া গ্রামে যান রাইহান। শশুরবাড়ি গেলে তার বউ ভাত খাবেনা বলে জানিয়ে দেন। এছাড়া শশুর বাড়ির লোকজন অপমান করে তাড়িয়ে দেন।

এঘটনায় ক্ষোভে হতাশা আর অভিমানে গতকাল শুক্রবার দুপুরের দিকে ওই মাঠে গিয়ে বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তাকে মূমূর্ষ অবস্থায় মাঠে পড়ে থাকতে দেখে মাঠের লোকজন উদ্ধার করে বাড়িতে নেন। পরে বাড়ির লোকজন তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।

বর্তমানে সে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তবে তার অবস্থা আশংকামুক্ত নয়।

মুজিবনগরে ইউনিয়ন জামায়াতের

আমির ও সেক্রেটারীসহ ৬ জন গ্রেফতার

নাশকতার অভিযোগে পুলিশের দায়ের করা মামলার এজাহারভূক্ত আসামি ইউনিয়ন জামায়াতের আমির ও সাধারণ সম্পাদকসহ ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে মুজিবনগর থানা পুলিশের একাধিক টিম পৃথক অভিযান চালিয়ে আজ শুক্রবার (১২ মে) ভোররাত পর্যন্ত এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে থানার এসআই উত্তম কুমার, এসআই মোঃ আশিক, এস আই সজীব, এএসআই শিহাবসহ সঙ্গীয় ফোর্স গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল আজ শুক্রবার বিকালে এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের মৃত আব্দুল হান্নানের ছেলে মহাজনপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামের আমির মোঃ আব্দুল হামিদ (৬৫), মহাজনপুর গ্রামের মৃত আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে মহাজনপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামের সেক্রেটারি মোহাম্মদ মফিদুল ইসলাম (৫৫)।

এছাড়া আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর ৪৬/২৩ নং মামলার আসামি বল্লভপুর গ্রামের ফিতাজ উদ্দীনের ছেলে সোহরাব উদ্দীন, শরীফ উদ্দীন, আব্দুল মতিন ও সিআর ২৩১/২৩ নং মামলার আসামি বাগোয়ান গ্রামের জসিম উদ্দীনের ছেলে মো: দীপন শেখ।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ শুক্রবার দুপুরের দিকে বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৬

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৬ আসামি গ্রেফতার হয়েছেন। গ্রেফতারকৃত আসামিদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ৫ আসামি গ্রেফতার করেছেন।
বৃহস্পতিবার সকাল থেকে আজ শুক্রবার ভোররাত পর্যন্ত দুটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের একাধিক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।
শুক্রবার সকালের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীর আব্দুল আলীম হত্যা মামলায় পিতা-পুত্র গ্রেফতার

জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে গাংনীর পল্লী মহম্মদপুর গ্রামের ভ্যান চালক আব্দুল আলীম হত্যা মামলার এজাহার নামীয় ৩ নং আসামি সেন্টু ও ৬ নং আসামি তার পিতা সাইদুল ইসলাম ওরফে সাদুকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।
আজ শুক্রবার (১২ মে) দুপুরের দিকে তাদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার(১১ মে) বিকালের দিকে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানার

কাতলামারী গ্রামে তার আত্মীয় বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতারকৃত সেন্টু মামলার এজাহার নামীয় ৩ নং আসামি এবং তার পিতা সাইদুল ইসলাম ওরফে সাদু এই মামলার ৬ নং আসামি।
গত মাসের শুক্রবার (২৮ এপ্রিল) সকালে গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের মহাম্মদপুর গাইন পাড়া এলাকায় বিরোধপূর্ণ জমিতে আব্দুল আলীমকে হত্যা করে।

গত মাসের (২৮ এপ্রিল) সকালে চাচা খলিলুর রহমানকে দিয়ে আব্দুল আলীমকে মাঠে ডেকে নিয়ে যায়। যেখানে আব্দুল কাদেরের ছেলে বান্টু, আব্দুল হান্নান, সুদু ও তার ছেলে সেন্টু, আব্দুল হান্নানের ছেলে রাশেদ, ইঞ্জিনিয়ার রাসেল আহম্মেদ দেশিয় অস্ত্র হাসুয়া, রামদা, ফলা, ঢাল নিয়ে সেই জমিতে আগে থেকে ওঁত পেতে থাকে। আব্দুল আলীম ওই মাঠে পৌঁছানো মাত্রই তারা সবাই মিলে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ও ফলা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে এবং মৃত্যু নিশ্চিত করে চলে যায়।
এই ঘটনায় নিহতের স্ত্রী মনোয়ারা বেগম বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলা হওয়ার কয়েক দিন পর আব্দুল হান্নানকে গ্রেফতার করেন গাংনী থানা পুলিশ। এনিয়ে ৩ আসামি গ্রেফতার হলো।